জানুয়ারি-জুন ২০২২

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

আইইডি'র জাতীয় কর্মশালায় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু

'অনলাইনে কুতথ্য প্রতিরোধে যুবদের সোচ্চার হতে হবে'

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, বর্তমান ডিজিটাল অপশক্তির বিরুদ্ধে তরুণরা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যুবরা অনলাইনে সমাজের ও দেশের ভালো-মন্দ তুলে ধরবে কিন্তু কুতথ্য, গুজব বা অপপ্রচার করবে না। ডিজিটাল কুতথ্য প্রতিরোধে তাদের সোচ্চার হতে হবে। তাহলেই আমাদের সমাজ ও দেশ এগিয়ে যাবে।

অনলাইনে কুতথ্য, গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধে ৫ জানুয়ারি ২০২২, বুধবার সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার সবসময়ই চায় জনগণের বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত হোক। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে সরকার ও দেশবাসীকে বিব্রত করতে কারও অসাধু কর্মকাণ্ড মেনে নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবেই দেশের সব অফিস-আদালত ডিজিটালাইজড করেছে। এখন এক মিনিটের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফাইল আটকে থাকে না।

কর্মশালার শুরুতেই মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার। এরপরে মুক্ত আলোচনায় প্রশিক্ষিত যুব নাগরিক সমাজ (টিসিএস) সদস্যরা অংশ নেন। কর্মশালায় যশোর ও ময়মনসিংহে সাত মাস ধরে প্রশিক্ষিত ৮০জন সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে ২০ সদস্য ছাড়াও অর্ধশত সাংবাদিক, পেশাজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী ও উন্নয়নকর্মীরা অংশ নেন।

আলোচনায় অংশ নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সোনিয়া আক্তার, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জীবনানন্দ জয়ন্ত, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব হারুন অর রশিদ, জনউদ্যোগের আহ্বায়ক ও ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. মোশতাক হোসেন, এজিং সাপোর্ট ফোরামের সভাপতি হাসান আলী, একশন এইডের প্রকল্প ব্যবস্থাপক নাজমুল আহসান, অক্সফ্যামের সোশিও ইকোনমিক স্পেশালিস্ট গীতা অধিকারী, দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ জাকারিয়া, আইইডির সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইইডির সমন্বয়কারী তারিক হোসেন।

জানুয়ারি-জুন ২০২২

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও আমাদের মনোগঠন : ব্যক্তি ও পরিবার

নুমান আহম্মদ খান, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ও ইসতিয়াক রায়হান

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পার করতে চলেছি। অনেক উন্নয়নের কারিগর আমরা এখন স্বপ্ন দেখি ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করি। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবু নতুন বাস্তবতায় নাগরিক হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে এখনো নিজেদের প্রস্তুত করতে পারিনি। আমরা দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার কথা বলি। সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র পর্যায়ে আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু ভাবনায় নেই যে, ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে তার চর্চা করতে এখনো আমাদের মনোগঠন তৈরি হয়নি। আমাদের পরিবারের সদস্যরাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, তার দায়িত্ব নেই, পরিচালনা করি। ব্যক্তি ও পরিবারে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার চর্চা না থাকলে আমরা কীভাবে তা সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রে প্রয়োগ করবো? আমাদের পরিবার এখনো এককেন্দ্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক। এই এককেন্দ্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের চর্চাই আমরা সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রে নিয়ে যাই।

ব্যক্তি ও পরিবারে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার চর্চা যদি না থাকে, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা নিশ্চিত করা কষ্টকর। তাই সামগ্রিক পরিসরে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মনোগঠন তৈরি ও চর্চা। সেই মনস্তত্ত্ব নির্মাণে প্রয়োজন ব্যক্তি ও পারিবারিক পরিসরে বিভিন্ন কর্মউপাদানের চর্চা করা। কিশোর-কিশোরী বয়স থেকে নিজের কাজ নিজে করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষার পদ্ধতি জানা, আয়-ব্যয় ও সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা, পরিবারের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ধারণা, দায়বোধ তৈরি, নিয়মানুবর্তিতা, গণতন্ত্রের চর্চা, প্রযুক্তি সক্ষমতা অর্জন, জন্মনিবন্ধন-এনআইডি-ব্যাংক হিসাব-শিক্ষা সার্টিফিকেট-পাসপোর্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই নাম ও বানান এবং তথ্য সংরক্ষণ, রাস্তাঘাট ও সমাজে নাগরিক নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদির জন্য মনোগঠন তৈরি ও চর্চা।

সেই চর্চা শুরু হতে পারে ব্যক্তি ও পরিবারে স্বচ্ছতার সাথে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা, পরিকল্পনা করে সম্পদ ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জন, তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং সময়ের ব্যবস্থাপনা করা।

কাজটি শুরু হতে পারে পরিবারে প্রতি মাসের আয়-ব্যয় ও অন্যান্য হিসাব রাখা এবং সময় ব্যবস্থাপনা দিয়ে। সরকার যেমন দেশের জন্য প্রতি বছর বাজেট তৈরি করে, তেমনি প্রয়োজন পারিবারেও বাজেট ধারণা নিয়ে আসা। পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরির উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পনা অনুসারে জীবনযাপন। পরিবারে কত আয় হচ্ছে ও কোন খাতে কতটুকু ব্যয় হচ্ছে এই হিসাব পরিকল্পনা অনুসারে চলতে সাহায্য করে। পরিকল্পনা অনুসারে না চললে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় খরচ হয়, সঞ্চয় হয়না, অনাকাঙ্খিত দুর্যোগে ঋণগ্রস্ত হতে হয়। যদি পরিকল্পনা অনুসারে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা ও সঞ্চয় করা যায়, তাহলে যেকোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ মোকাবিলা করা সম্ভব। অনেকে আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের হিসাব রাখেন, কিন্তু তা মনে মনে। মনে হিসাব রাখার একটা সমস্যা হলো সময়ের সাথে সাথে অনেক হিসাব মন থেকে মুছে যায়। মনে মনে যোগ-বিয়োগ করে হিসাব রাখাও সম্ভব হয় না, ফলে পরিকল্পনা অনুসারে ব্যয় হয় না। তাই পরিকল্পনা অনুসারে আয় বুঝে ব্যয় করার জন্য দরকার আয় ও ব্যয়ের হিসাব লিখে রাখা।

পারিবারিক আয়-ব্যয় সংরক্ষণ পরিবারে বন্ধন দৃঢ় করে, দায়বদ্ধতা তৈরি হয়, স্বচ্ছতার ধারণা দেয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরি হয়, পরিবারের কাজের প্রতি সকল বয়সের সদস্যের আগ্রহ তৈরি হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে ও পরিবারে সহনশীলতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করে।

আমরা বেশি অপচয় করি সময়ের। ব্যবস্থাপনার অভাব থাকলে সময়ের অপচয় হয়। কোন কাজ কখন করতে হবে, কোনটা আগে, কোনটা পরে করতে হবে, কোন কাজ কতটুকু সময়ের মধ্যে করতে হবে, কখন বিশ্রাম নিতে হবে এই পরিকল্পনা হলো সময় ব্যবস্থাপনা। তা কাজের দক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে। জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে। সেই সাথে প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সব তথ্য একই রাখা ও তার যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা।

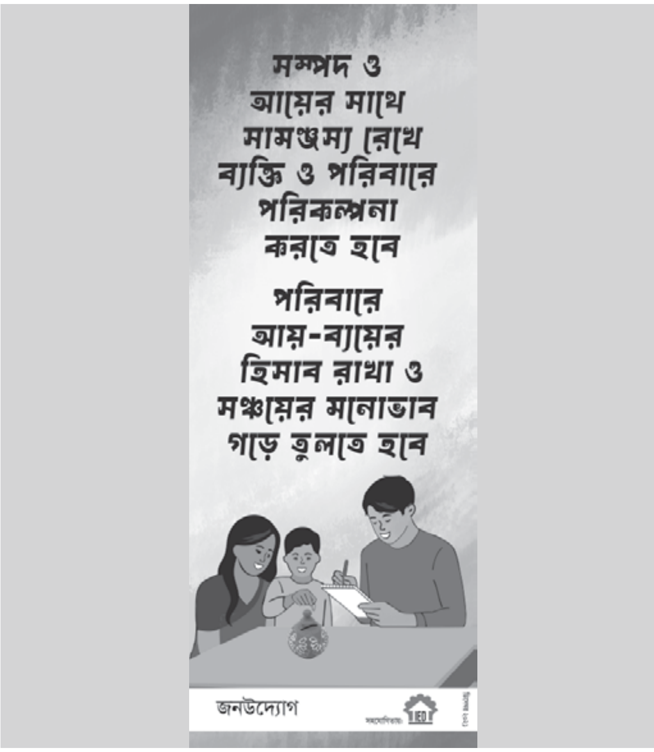

জানুয়ারি-জুন ২০২২

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

পাঁচ জেলায় জনউদ্যোগের আইসিটি প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন অ্যাপস ও ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রাপ্তি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন জোরদার করতে পাঁচ জেলার যুবদের জন্য আইসিটি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইইডি) সহায়তায় নাগরিক প্লাটফরম জনউদ্যোগ মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে খুলনা, শেরপুর, নেত্রকোণা, গাইবান্ধা ও রাজশাহীতে দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এ প্রশিক্ষণে পাঁচ জেলায় ১০০ জন তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন।

শেরপুরে জেলা কালেক্টরেট-এর 'তুলসীমালা ট্রেনিং কাম কম্পিউটার ল্যাবে' ১০-১২ এপ্রিল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. মোমিনুর রশীদ।

জনউদ্যোগ আহ্বায়ক শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব হাকিম বাবুলের সঞ্চালনায় সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকর্তা মো. তারেকুর রহমান, রাজনীতিবিদ শামীম হোসেন প্রমুখ।

খুলনায় প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় ২২-২৩ মে স্থানীয় বিএমএ ভবনে। এতে স্থানীয় জনউদ্যোগের যুব সদস্যরা ছাড়াও আইসিটি বিষয়ক পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।

নেত্রকোণায় বিএনপিএস কনফারেন্স রুমে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া গাইবান্ধা ও রাজশাহীতে মার্চ মাসে কর্মশালাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণে বিষয়, টেকনিক, ভাষা, সার্চ ইঞ্জিনের ব্যবহার, অ্যাপস ডাউনলোড ও ব্যবহার, অনলাইনে সরকারি-বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও ছবি-ভিডিও এডিটিং, অনলাইন কনটেন্ট তৈরি ও আপলোড করা, আইসিটি ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স, এফ-কমার্স, ফ্রি-ল্যান্সিং, পেইজ তৈরি, অনলাইনে কুতথ্য যাচাই, চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধের উপায় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

IED
জানুয়ারি-জুন ২০২২

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ই-কমার্স বিষয়ে নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কর্মশালা

যশোরে জনউদ্যোগের পথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

যশোরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

ময়মনসিংহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

কিশোরী দলের বার্ষিক খেলাধুলা উদ্বোধন

ময়মনসিংহে কলেজ শিক্ষার্থীদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা

IED
জানুয়ারি-জুন ২০২২
পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন
আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জাতীয় বাজেটে জনজাতি ও দলিতদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দাবি

চলতি বছরে জাতীয় বাজেটে দেশের অনুন্নত জাতিগোষ্ঠী- দলিত ও সমতলের জনজাতি সদস্যদের উন্নয়নের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তাদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সেবা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের দাবি জানানো হয়েছে।

জনউদ্যোগ গাইবান্ধা আয়োজিত 'জাতীয় বাজেট : দলিত ও সাঁওতালসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী' শিরোনামে গত ২৩ মে গাইবান্ধা শহরের অবলম্বন মিলনায়তনে একটি মতবিনিময়সভায় এসব দাবি জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে দলিত ও সমতলের জনজাতি গোষ্ঠী সদস্যদের বিরাট সংখ্যক নাগরিক অনেক ধরনের ন্যায্য সুযোগের অভাবে অন্য দশজনের থেকে পিছিয়ে আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান থেকে যেমন তারা পিছিয়ে, তেমনি পিছিয়ে মৌলিক মানবাধিকার থেকেও।

তারা বলেন, সমাজে প্রচলিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ, ভূমির অধিকারপ্রাপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় সেবাগুলো থেকেও তারা বঞ্চিত। এমনকি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তাদের অত্যন্ত অমর্যাদাকর আচরণের মুখোমুখি হতে হয়। এসব নিরসনে সরকারি উদ্যোগ এবং জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, জনজাতি সদস্যদের অনুন্নত রেখে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এগিয়ে নেয়া সম্ভব না। থেকে তাই এই বিষয়ে সরকারের কড়া নজর দেয়া জরুরি।

মতবিনিময়সভায় সভাপতিত্ব করেন জনউদ্যোগ গাইবান্ধার সদস্যসচিব প্রবীর চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন সামাজিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর কবির তনু, সাবেক পৌর প্যানেল মেয়র জিএম চৌধুরী মিঠু, আদিবাসীনেত্রী জ্যোতি সরেন, রবিদাস নেতা সুনীল রবিদাস, সুমন কুমার প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, নভেম্বর থেকে আমরা যদি বাজেট প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে বসতে পারি, তাহলে আমরা জনগণের কী দাবি তা তুলে ধরতে পারব। পাশাপাশি মাঠ থেকে কী কী পাওয়া যায়, সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ফেব্রুয়ারিতে একবার বসলে জনগণের দাবি তুলে ধরতে পারব। কারণ বাজেটে জনগণের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রহ্মপুত্র নদের চরে স্থাপনা নির্মাণ বন্ধের দাবি জনউদ্যোগের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস জেলা প্রশাসনের

ময়মনসিংহ নগরীর পাশে বয়ে চলা ব্রহ্মপুত্র নদের চরে কংক্রিটের স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করতে জনউদ্যোগ স্মারকলিপি দিয়েছে জেলা প্রশাসককে। জনউদ্যেগ জানিয়েছে নদের মাঝে এমন পাকা স্থাপনা একেবারেই 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ' ও 'প্রকৃতিবিনাশী'। অবিলম্বে স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ ও যতটুকু কাজ হয়েছে তা অপসারণ করে নদকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া, নদ দখল করে যারা অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া, সিএস রেকর্ড অনুযায়ী নদের সীমানা চিহ্নিত ও দখলমুক্ত করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয় স্মারকলিপিতে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হক দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেন।

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন জনউদ্যোগ ময়মনসিংহের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু, যুগ্মআহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আবদুল মোত্তালেব লাল, সদস্যসচিব শাখাওয়াত হোসেন, সদস্য অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম, অ্যাডভোকেট সৌমেন চৌধুরী, কাজী মোহাম্মদ মোস্তফা মুন্না, জগলুল পাশা রুশো, অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল, শামীম আশরাফ, আবু রাসেল মিয়া, আশফাকুল রাব্বী পাভেল প্রমুখ।

স্থাপনা নির্মাণ প্রসঙ্গে জনউদ্যোগ আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু বলেন, যখন জানা গেল ওই নির্মাণ বিষয়ে জেলা প্রশাসক জানেন না, তখন খবর আসে এ কাজ ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন করছে। নদের জায়গায় যে কোনো স্থাপনা তৈরী বেআইনি। নদের মাঝখানে স্থাপনা নির্মাণ করা, সরকারি জায়গায় সিটি করপোরেশন যে কাজ করছে তা আইনগত কর্তৃত্বের মধ্যে পড়ে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তিনি বলেন, হাইকোর্ট ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তুরাগসহ দেশের সব নদ-নদীকে জীবন্তসত্তা হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই ব্রহ্মপুত্র নদকে ধ্বংস করা যাবে না।

জানুয়ারি-জুন ২০২২

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

বিভিন্ন জেলায় আইইডি'র সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের সাথে জনজাতি সদস্যদের সভা

ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে জনজাতি সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির দাবি

শেরপুর

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)র সহায়তায় ২৮ মে ২০২২ শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ির নন্নী ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে সকল জাতির অংশগ্রহণ নিশ্চিতের জন্য মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হাজং নেতা জীবন কিশোর হাজং। প্রধান অতিথি ছিলেন নন্নী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডা. বিল্লাল হোসেন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন, রাজনীতিবিদ মানস হাজং, এসএম আবু হান্নান এবং সোলায়মান আহমেদ। সভায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় আদিবাসী নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, অনেক পরে হলেও আজ এ ধরণের সভা হচ্ছে যেখানে আদিবাসীরা ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিরা আছেন। সেজন্য আইইডি ও আমাদের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা জানতাম না ইউপির স্থায়ী কমিটি কি এবং কীভাবে গঠিত হয়? কাজের ক্ষমতা কতটুকু? এখন জেনেছি ও আশা করছি সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারব।

নালিতাবাড়ী ট্রাইবাল ওয়েরফেয়ার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও বনকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরণ চন্দ্র বর্মণ বলেন, আমরা সংখ্যায় কম হওয়ায় নির্বাচন করে ইউপিতে আসতে পারিনা। যদি আদিবাসীরা স্থায়ী কমিটিতে যদি আসতে পারে তাহলে সিদ্ধান্ত দেওয়ার একটা জায়গা তৈরি হয়। সেইসাথে জনগণের জন্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা সেবা পাওয়ার জায়গা তৈরি হয়। সদস্য ওয়ার্ড-৩ নূর মোহাম্মদ সিদ্দিক বলেন, আশাকরি আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ইসমত আরা বেগম বলেন, একটা সমাজে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ বসবাস করে। তাই স্থায়ী কমিটিও যদি সকল শ্রেণি পেশার মানুষ নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে কমিটির যেমন শ্রী বাড়বে, সিদ্ধান্ত নেওয়াও সহজ হবে। তিনি দাবি করেন স্থায়ী কমিটিতে সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষ থাকুক।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ইউপির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বর্ণনা দিয়ে বলেন, আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জোর দিয়ে দাবি জানাতে দেখিনি। আজ একসঙ্গে এসেছেন ও আমরা সভা করছি। আইইডিকে ধন্যবাদ জানাই এ ধরনের জবাবদিহিমূলক একটা সভায় সহযোগিতা করার জন্য। আজ থেকে রেজুলেশন করে সুব্রত বর্মণ, মানস সরকার, হিরণ চন্দ্র বর্মণ ও জীবন কিশোর সরকারকে স্থায়ী কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করে নেওয়া হলো। সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

রাজশাহী

রাজশাহী জেলার পাকড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ইউনিয়ন পরিষদে স্থায়ী কমিটি গঠন, বিদ্যমান কমিটিগুলোতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ অগ্রাধিকার পায় তার জন্য মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পাকড়ী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রাব্বনী। সভা সঞ্চালনা করেন ফেলো আন্দ্রিয়াস বিশ্বাস। পাকড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, এলাকা সাঁওতাল, উরাও, মুন্ডা, লোহার, কর্মকারসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। সভার প্যানেল

চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যগণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পাকড়ী ইউপি সচিব উপস্থিত ছিলেন। আইইডির সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য পৃথক স্থায়ী স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন ও বিদ্যমান কমিটিগুলোতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অর্ন্তভুক্ত করার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় এলাকা ও সমাজের আদিবাসীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্যানেল চেয়ারম্যান বলেন, স্ট্যান্ডিং কমিটির সবগুলোতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রতিনিধি নাই। তবে আগামী প্রতিটি কমিটিতে যাতে তাদের অংশগ্রহণ থাকে তা নিশ্চিত করা হবে। তিনি আরো বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে আগের যেকোন সময়ের চেয়ে প্রান্তিক মানুষের হার বেশি। ইউপি সচিব বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ সময়মত জন্ম নিবন্ধন এবং মৃত্যু নিবন্ধন করেন না।

ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ কম থাকায় অনেক সেবা থেকে তারা বঞ্চিত হন। উপস্থিত সবাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের পক্ষে মত প্রদান করেন। সভায় প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রাব্বানী, ইউপি সদস্য, ইউপি সচিব, ফেলো আন্দ্রিয়াস বিশ্বাস এইচআরডি অনিল রবিদাস, মনিরানা কর্মকার প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পাকড়ী ইউনিয়ন পরিষদে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের জন্য চেয়ারম্যান ও সচিব মিলে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার হার বৃদ্ধির জন্য আগামী জুন মাস থেকেই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

দুই ইউপির স্থায়ী কমিটিতে জায়গা পেলেন জনজাতির ১৭ সদস্য

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের (আইইডি) উদ্যোগে নাটোর ও শেরপুরের দুই ইউনিয়ন পরিষদের সাথে জনজাতিদের বৈঠকের পর স্থানীয় জনজাতির সদস্যদের ক্ষমতায়িত করা হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিসমূহে জায়গা পেয়েছেন বিভিন্ন জনজাতির ১৭ সদস্য।

নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার ৬ নম্বর চাপিলা ইউপির বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিতে যে ১৩ জন সদস্য হয়েছেন তারা হলেন, প্রদীপ সিং, কৃষ্ণ রায়, জয় সিং, সুভাস মুন্ডা, অনিল সিং, পুনিল বসার, রাজীব মাহাতো, ধঞ্জয় সিং, অজীত রবিদাস, অবিনাস পাহান, মতি মুক্তি রাণী মলিক, কান্ত সিং, সুব্রত কর্মকার।

শেরপুরের নালিতাবাড়ীর নন্নী ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে জীবন কিশোর হাজং, মনোজ সরকার, সুব্রত চন্দ্র বর্মন, হিরণ চন্দ্র বর্মণ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে জনজাতি গোষ্ঠী সদস্যদের অন্তর্ভুক্তকরণের মধ্য দিয়ে সমাজের মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আরো একধাপ এগিয়ে যাবে বলে মনে করছেন জনজাতির নেতারা। তারা বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে বিভিন্ন জনজাতি সদস্যদের দায়িত্ব প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সকল জাতির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলো।

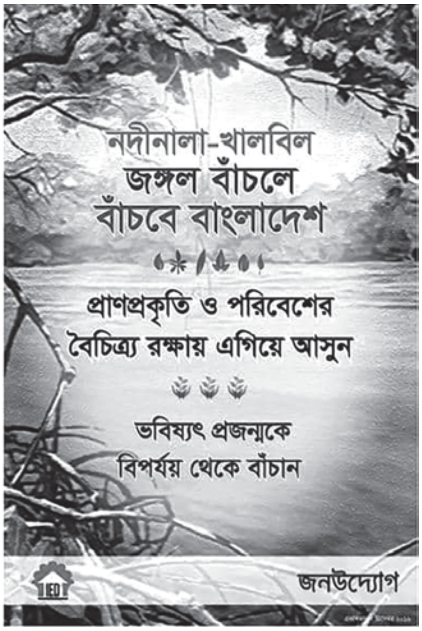

তিন জেলায় সংগঠিত নারীউদ্যোক্তাদের নিয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং কর্মশালা

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আইইডির আয়োজনে ঢাকা, যশোর ও ময়মনসিংহে সংগঠিত দরিদ্র নারী উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল মার্কেটিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, গবেষক ও ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্রাটেজিস্ট হাফিজা খানম সাবরিয়া। তাকে সহযোগিতা করেন ইয়ুথ প্রজেক্ট টিমের সদস্য সুমাইয়া সাফিনা চৌধুরী প্রতীতি, তানভীর হাসান ও মনির হোসেন।

কর্মশালার প্রতিটিতে ২০ জন করে মোট ৬০ জন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

জানুয়ারি-জুন ২০২২

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জন্মনিবন্ধনের সমস্যা নিয়ে জনউদ্যোগের যশোরে মিডিয়া ক্যাম্পেইন

জন্মনিবন্ধনের সমস্যা নিয়ে জনউদ্যোগ দৈনিক কল্যাণ ও যৌথ আয়োজনে ১৩ জানুয়ারি ২০২২ যশোর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে মিডিয়া ক্যাম্পেইনসভা অনুষ্ঠিত হয়। যশোর জনউদ্যোগের আহবায়ক প্রকৌশলী নাজির আহমদের সভাপত্বিতে ও দৈনিক কল্যাণ সম্পাদক একরাম উদ দ্দৌলার সঞ্চালনায় সভায় জননিবন্ধনের সমস্যা নিয়ে মুল আলোচনা উপস্থাপন করেন প্রবীন সাংবাদিক ও জনউদ্যোগ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌলাহ।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক হুসাইন শওকত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যশোর পৌরসভার সচিব আজমল হোসেন, প্যানেল মেয়র মোকছিমুল বারী অপু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর রোকেয়া পারভীন ডলি, জনউদ্যোগ সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মাহবুবুর রহমান মজনু, স্কুল শিক্ষক জামাল উদ্দিন, সাংবাদিক শিকদার খালিদ, প্রণব দাস, হাবিবুর রহমান মিলন, সালমান হাসান, আইইডি যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার এবং ভুক্তভোগী আমেনা বেগম, লিপি বেগম ও ফজিলা বেগম।

আলোচকরা বলেন, অনলাইন জন্মনিবন্ধন, পেতে অতিরিক্ত ফি, নির্ধারিত সময়ের সময়ের চেয়ে বেশি সময়সহ নানা রকমের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের সেবা নিয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন রয়েছে ভুক্তভোগীদের। যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়হীনতার প্রক্রিয়া নিয়ে কর্মকর্তাদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব ও দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।

জনাব হুসাইন শওকত বলেন, এ বিষয়ে যে সকল অভিযোগ রয়েছে তা নিয়ে আমরা কাজ করবো। জন্মনিবন্ধন ও মৃত্যুনিবন্ধনের জন্য সকলের সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্মনিবন্ধন করার অনুরোধ করেন তিনি।

ময়মনসিংহে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হক বলেছেন সমাজের উন্নয়নের জন্য আমাদের সংগঠিত হতে হবে। তিনি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০২২ সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে জনউদ্যোগ ময়মনসিংহের আলোচনা, বিচিত্রানুষ্ঠান ও বাউলগানের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, নাগরিকদের জনউদ্যোগের জনকল্যাণকর উদ্যোগে একসাথে কাজ করতে হবে। জনউদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি জনউদ্যোগের উন্নয়নমূলক কাজে পাশে থাকার ঘোষণা দেন।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ময়মনসিংহের সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জনউদ্যোগের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব ও আইইডির সমন্বয়কারী তারিক হোসেন, উপদেষ্টা মো. আনোয়ারুল ইসলাম, অধ্যক্ষ লে. কর্ণেল (অব.) ড. মো.শাহাব উদ্দীন, অ্যাডভোকেট এমদাদুল হক মিল্লাত, মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নুর নাহার বেগম, শেরপুর জনউদ্যোগের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, মহিলা পরিষদের ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা, অ্যাড. শিব্বির আহাম্মেদ লিটন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা ধরে রাখা অনেক কঠিন,আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলে নাগরিকদেও সংগঠিত হতে হবে ও সমাজের জন্য একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে।

এরপর বিচিত্রানুষ্ঠান ও বাউল গানের আসর "মানুষ ভজিলে সোনার মানুষ পাবি" শুরু হয়।

শুরুতে নবনাট্য সংঘ গীতি আলেখ্য পরিবেশন করে, নৃত্য পরিবেশন করে আলোর পথে হিজরা সমাজকল্যাণ সংস্থা, স্বরচিত পুঁথিপাঠ করেন নজরুল ইসলাম চুন্নু ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম। এরপর শুরু হয় বাউল গানের আসর। অংশগ্রহণ করেন বাউল সুনীল কর্মকার, বাউলশিল্পী মো. আব্দুল লতিফ, নান্টু সরকার, খাদিজা ভান্ডারী, লালন হাসান, বিন্দু রনি এবং সংগীত শিল্পী প্রজ্ঞা তালুকদার।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত পিবিআই কর্মকর্তার গ্রেফতারসহ দ্রুত বিচারের দাবিতে খুলনায় মানববন্ধন

ইভটিজিং প্রতিরোধে ঢাকায় ক্যাম্পেইন র‍্যালি

নারীদল সদস্যদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শেরপুরে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সভা

যশোরে ভৈরব নদ দখলমুক্ত ও খননের দাবিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে র‍্যালি

বিশ্ব পরিবেশ দিবশ উপলক্ষে জনউদ্যোগের মতবিনিময় সভা

ঢাকার কল্যাণপুর পোড়াবস্তিতে নারী ও পুরুষ দলের খেলাধুলা

জানুয়ারি-জুন ২০২২

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কুতথ্য

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media)

যে ওয়েবসাইট বা এপ্লিকেশন-এর ব্যবহারকারী তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারে, অন্যদের সাথে যোগাযোগ কিংবা অনুভূতি আদান প্রদান করতে পারে তাকে সোশ্যাল মিডিয়া বলা হয়। সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটি তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যম যেখানে এর ব্যবহারকারীরা মিলে ভার্চুয়াল কমিউনিটি বা অনলাইন (কৃত্রিম) সমাজ গড়ে তোলে। সোশ্যাল মিডিয়া মূলত অনলাইন বা ইন্টারনেট সংযোগ নির্ভর হয়ে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়াগুলোও বিভিন্ন ধরনের। কোনটি ওয়েবসাইট নির্ভর আবার কোনটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নির্ভর। কোনটি শুধু একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার সুবিধা দিয়ে থাকে। আবার কোনটি হয়তবা ভিডিও দেখার সুযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া 'ফেসবুক' এর ব্যবহারকারীদের একে অপরের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ও তাদের মুহূর্তগুলোকে একে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে 'ইউটিউব' ভিডিও দেখার সুযোগ করে দেয়। যে ভিডিওগুলো অন্য কোন ইউটিউব ব্যবহারকারীর আপলোড করা।

সোশ্যাল মিডিয়া মানেই অনলাইন কমিউনিটি। অর্থাৎ, কোন অ্যাপ বা ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফরম হিসেবে তখনই গণ্য হবে যখন এর কন্টেন্টগুলো তৈরি করবে এর ব্যবহারকারীরাই। যেমন ফেসবুকের প্রতিটা পোস্ট কোন না কোন ইউজার তৈরি করছে। আবার সেটি দেখছে অন্য ইউজার। ইউটিউবে এর ব্যবহারকারীরাই ভিডিও আপলোড করছে এবং তারাই আবার সেগুলো দেখছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মূল কনসেপ্ট হল শেয়ারিং।

ফেসবুক (Facebook) (২০০৪) চালুর পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার দৃশ্যপট পাল্টে যায়। এরপর টুইটার (Twitter) (২০০৬), ইউটিউব (YouTube) (২০০৫), টুইটার হ্যাশট্যাগ (Twiter Hashtag) (২০০৭), ইন্সটাগ্রাম (Instagram) (২০১০), ফেইসবুক লাইভ (Facebook Live) (২০১৬) এর মত আমেরিকান প্ল্যাটফরমগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটায়। ২০১৬ সালে চীন থেকে চালু হওয়া টিকটক (TikTok) ভিডিও শেয়ারিং সোশ্যাল নেটওয়ার্কের নাম উল্লেখ্য।

কুতথ্য

ডিজিটাল ডিজইনফরমেশন (ডিডি) বা কুতথ্য বলতে আমরা বুঝবো অনলাইনে বা ইন্টারনেটে প্রদত্ত এমন সব খবরাখবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ডাটা, ইমেজ, ভিডিও, ফুটেজ বা এজাতীয় কিছু, যেগুলো মিথ্যা, জালিয়াতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। ইউনেস্কোর (UNESCO) মতে 'কোনো একজন ব্যক্তি, সামাজিক গ্রুপ, সংগঠন বা দেশের ক্ষতি করার জন্য' ডিডি তৈরি করা হয়। ডিডির মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাশিলের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

ডিডি ভীষণ বিপজ্জনক। কারণ অনেক সময় খুব গুছিয়ে, যথেষ্ঠ মাত্রায় অর্থ ব্যয় করে এবং অটোমেটেড প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিডিকে শক্তিশালী করে তোলা হয় এবং ছড়িয়ে দেয়া হয়। ডিডি'র ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে মেরুকরণ (polarization) বেড়ে যেতে পারে। মেরুকরণ, বাঁধা ছক, একটিমাত্র আত্মপরিচয়ের মাধ্যমে একটি গোষ্ঠীর সকল সদস্যকে বৈচিত্র্যহীন বাঁধাধরা ছকে (Stereotyping) ফেলা দেয়া হতে পারে। ডিডি'র দৌরাত্ম্যে কেবল একটি বর্ণ বা কেবল একটি ধর্ম বা কেবল লিঙ্গীয় পরিচয় বা একটি দল বা অন্য যেকোন একটি আত্মপরিচয়ের (Identity) ভিত্তিতে 'আমরা' এবং 'ওরা'র ধারণা শেকড় গেড়ে বসতে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেন, অনেক সময় ক্ষমতাবানরা ইমেজ বাড়ানো বা অন্যদের হেনস্থার জন্য ডিডি'র আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে অগণতান্ত্রিক দল (অবৈধভাবে গঠিত, যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী, উগ্রবাদী, মৌলবাদী ও অন্যান্য) কর্তৃক ক্ষমতাসীনদের কালিমালিপ্ত করা এবং জনগণের সমর্থন লাভের জন্যও ডিডি ব্যবহার হতে পারে।

আন্তঃগোষ্ঠী ও অন্তঃগোষ্ঠীতে ডিডি কেবল আন্তঃগোষ্ঠী (Inter-group) অর্থ্যাৎ একটি গোষ্ঠীর সাথে আরেকটি গোষ্ঠীর নয়, বরং অন্তঃগোষ্ঠী (Intra-group) অর্থ্যাৎ এক গোষ্ঠীর ভেতরে বিভিন্ন ধারাগুলোর মধ্যেও বিভাজন প্রকট করতে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরুপ, ইন্টারনেটে এমন অজস্রলেখা, বক্তৃতা-বিবৃতি, অডিও-ভিডিও পাওয়া যায় যেগুলোতে একই ধর্মের দুটি ধারার (Sect) মধ্যে একটি অপরটির বিরুদ্ধে বা পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বা ঘৃণা ছড়াচ্ছে।

ডিডি হচ্ছে সম্প্রীতি বিনষ্টকারী। কুতথ্যের কারণে মানুষজনের মধ্যে একটিমাত্র আত্মপরিচয় (Identit) বা একটিমাত্র পক্ষভিত্তিক মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়ে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিকে কোনভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক বলা চলে না। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক হবার কথা সম্প্রীতির। রাষ্ট্র হবার কথা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান। জাতিতে-জাতিতে সৌহার্দ্য কাম্য ও যৌক্তিক। ডিডি বহু মানুষের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র নিজ-জাতি, নিজ-বর্ণ, নিজ-ধর্ম, নিজ ধর্মের মধ্যে নিজ-ধারার আলোকে সব কিছুকে বিচার করার প্রবণতা বাড়াচ্ছে।

এর কারণে বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয়-জাতিগত-বর্ণগতসহ সকল ধরনের সংখ্যালঘুরা ক্রমশ নিরাপত্তাহীন ও প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যমান বাস্তবতার কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক সমাজেই সংখ্যালঘুরা নিজদের মধ্যে খোলস-বন্দি হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মূলধারার সঙ্গে সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। এই প্রবণতা জাতীয় সংহতির জন্য হুমকি। সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকারক।

মিসইনফরমেশন (Misinformation) হচ্ছে বেঠিক বা ভুল তথ্য। এটি হচ্ছে অসত্য তথ্য যা সাধারণত অন্যকে বিভ্রান্ত বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ছাড়াই ছড়ায়। কারও-কারও মতে, বেঠিক তথ্যের মধ্যে কখনো কখনো বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা লুকিয়ে থাকতে পারে। আবার বেঠিক তথ্য কখনো অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, যিনি তথ্যটি প্রচার করছেন তিনি একে সঠিক মনে করছেন। যেমন, একজন কোথাও শুনেছেন যে মোজার ভেতরে রসুন ঢুকিয়ে পায়ে জুতো পরলে ঠাণ্ডা লাগা কমে যায়। এ তথ্যের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আবার এ তথ্য বিশ্বাস করলেও তেমন কোন ক্ষতির কারণ নেই।

কূটতথ্য (Mal-information) বা ম্যাল-ইনফরমেশন বলতে এমন তথ্য যার সত্যতা রয়েছে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে খারাপ উদ্দেশ্যে। অর্থ্যাৎ তথ্যটি সত্য হলেও, বিশেষ একটি সময়ে বা কোন স্থানে এ তথ্যটি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা কোন একজন ব্যক্তি, কোন একটি সংগঠন বা দেশের ক্ষতি করতে পারে।

ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য (Hate Speech) বলতে বোঝায় এমন ধরনের কথা, লেখা বা আচরণ যা একজন ব্যক্তি বা একটি গ্রুপকে তিনি কে বা তারা কারা এই বিবেচনার ভিত্তিতে মর্যাদাহানিকর বা বৈষম্যমূলকভাবে আক্রমণ করে। অন্যভাবে ধর্ম, জাতিসত্তা, জাতীয়তা, জাতি, বর্ণ, বংশ, লিঙ্গ পরিচয় বা অন্যান্য আত্মপরিচয়ের উপাদানের ভিত্তিতে আক্রমণ করাকে বোঝায়।

কুতথ্য যেভাবে যাচাই করা যায়

মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য উন্মোচন করা কঠিন নয়। এজন্য কিছু টুলের ব্যবহার এবং কৌশল জানা থাকতে হয়। যেমন :

- ছবি কারসাজির জন্য গুগল রিভার্স সার্চ এর মত টুল ব্যবহার করে সহজে ছবি যাচাই করা যায়;
- বানোয়াট ভিডিও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও আসল ভিডিও খুঁজে বের করা যায়;
- সত্যের বিকৃত উপস্থাপন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর শিরোনামের দিকে খেয়াল রাখা, স্বীকৃত তথ্যের আকারে মতামত উপস্থাপন করা, বিকৃতি, কাল্পনিক তথ্য ও সত্য এড়িয়ে যাওয়া এসব খুঁটিনাটি জানা যায়;
- নকল ও কাল্পনিক বিশেষজ্ঞ, ভুয়া বক্তব্য প্রদানকারীদের পরিচয় ও বক্তব্য যাচাই করা যায়;
- মূলধারার গণমাধ্যম উদ্ধৃত করে মিথ্যা দাবির দিকে খেয়াল রাখা যায়;
- তথ্যবিকৃতি সম্পর্কে গবেষণা পদ্ধতি, প্রশ্ন, গ্রাহক এসবের দিকে খেয়াল রাখা যায়।

কুতথ্য কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

তিনটি উপায়ে সহজেই কুতথ্য প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

- সাধারণত কুতথ্যগুলো সেশ্যাল মিডিয়ার নিউজ ফিডে আর ইনবক্সের মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এখন যারা এসব জায়গায় পোস্ট শেয়ার করে, তারা হয়তো ম্যানুয়ালি ঘণ্টায় ১০ হাজার মানুষের কাছে একটা মেসেজ পাঠাতে পারছে। এখন একই পোস্টের কাউন্টারপোস্ট ভাইরাল করা সম্ভব ডিজিটাল মার্কেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে ঘণ্টায় ১ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব কিছু না। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক রেজাল্ট পাওয়া যায়;
- কুতথ্যের পোস্ট দেখলেই সেটা নিয়ে স্ট্যাটাস না লিখে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করে দেয়া। যখন অনেক মানুষ একসঙ্গে রিপোর্ট করবে তখন অটোমেটিকেলি সোশ্যাল মিডিয়াটির কর্তৃপক্ষ একটা ব্যবস্থা নেবে;
- সবশেষ উপায়টি হলো প্রি ভাইরাল অ্যাওয়ারনেস। অর্থাৎ কোনটি কুতথ্য আর কোন ধরনের পোস্ট শেয়ার করা যাবেনা। এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা খুব জরুরি।

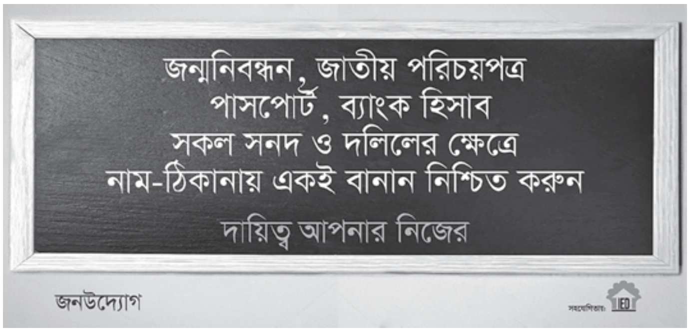

জানুয়ারি-জুন ২০২২

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

আইইডি'র পরামর্শসভায় নাগরিক অভিমত
পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মনোগঠন তৈরি ও চর্চার আহ্বান

ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) ২৬ জুন ২০২২, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)র নসরুল হামিদ মিলনায়তনে 'স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আমাদের মনোগঠন : ব্যক্তি ও পরিবার' শীর্ষক পরামর্শসভা আয়োজন করে। ব্যক্তি ও পরিবারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চর্চার ধারণাটি সমাজে সকল স্তরে নিয়ে যেতে আইইডির উদ্যোগে একটি গাইডলাইন তৈরি করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তরুণ শিক্ষক ইসতিয়াক রায়হান। পরামর্শসভায় সভাপ্রধান ছিলেন আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে আইইডির সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, সময় ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবারের তথ্য সঠিকভাবে রাখার জন্য মনোগঠন তৈরি ও তার চর্চা করলে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হতে পারে।

গাইডলাইন উপস্থাপন করে ইসতিয়াক রায়হান বলেন, এ গাইডলাইন তৈরির জন্য তিনি ময়মনসিংহ, যশোর ও ঢাকায় সংগঠিত দরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সে তথ্যের ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি জানান ৯৮.৬৭ শতাংশ নাগরিক দৈনন্দিন খরচের হিসাব লিখে রাখেন না। ৯৩.৩৩ শতাংশ কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই খরচ করেন। ৮৪.৬৭ শতাংশ নাগরিক নিয়মিত কোনো সঞ্চয়ই করেন না। তিনি আরো জানান, প্রতিদিনের সময়ের ব্যবহার কেউই লিখে রাখেন না। ৯৯ শতাংশ মানুষ প্রতিদিনের কাজে কোনো রুটিন মেনে চলেন না। ব্যক্তিগত কাজের সময়ের ব্যবহার নিয়ে ৯০ ভাগই সন্তুষ্ট না। মাত্র ১০ ভাগ সন্তুষ্ট। অংশগ্রহণকারাদের ৬০ শতাংশ নজের এনআহাড, জন্ম নিবন্ধন, পাসপোর্ট ও শিক্ষা সনদে ব্যক্তিগত তথ্য কখনো মিলিয়ে দেখেননি। ২৮ শতাংশ বলেছেন, তাদের তথ্য ঠিক আছে। ১২ শতাংশ জানিয়েছেন, তাদের ব্যক্তিগত তথ্যে ভুল আছে।

জনউদ্যোগের আহ্বায়ক ও ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. মুশতাক হোসেন পরামর্শসভায় বলেন, ব্যক্তি ও পরিবারে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা নিশ্চিত করা সম্ভব। স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার জন্য তাই প্রয়োজন ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে মনোগঠন তৈরি ও চর্চা।

পরামর্শসভায় আরো আলোচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্যার উইলিয়াম বেভারেজ ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মেজর জেনারেল (অব.) জীবন কানাই দাস, এজিং সাপোর্ট ফোরামের সভাপতি ও প্রবীণ বিশেষজ্ঞ হাসান আলী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এসওএসইপি-এর প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ড. মুজাহিদুল হক, ইউএনডিপির প্রোগ্রাম অফিসার রেবেকা সুলতানা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব নুর কামরুন্নাহার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ওয়াসিউর রহমান তন্ময়, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ, এডাবের পরিচালক কেএম জসিমউদ্দিন, একশনএইডের উপব্যবস্থাপক অমিতরঞ্জন দেসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইইডির সমন্বয়কারী তারিক হোসেন।

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক
কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং কারপাস মার্কেটিং কমিউনিকেশন থেকে মুদ্রিত
ফোন : (৮৮০-২) ৪১০২২৫৫০৯, ৪১০২২৫৫১০ ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org